দৈনিক ইনকিলাব

5 JAN 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে বাধা

শাবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের দিনভর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

হাসান সোহেল, শাবি থেকে

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব ঘটনার জের ধরে গতকাল রোববার ক্যাম্পাসে দিনভর দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকি পালনে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে বাধা দেয়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পৃঃ ১১ কঃ ৪

শাবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গ্রুপের মধ্যে যে কোন সময়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চরম আশংকার মধ্যে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন থেকেই শাবি ছাত্রলীগ দুই গ্রুপে বিভক্ত। গত ২৫ অক্টোবর প্রতিপক্ষ গ্রুপের হামলায় শাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবু আহত হন। এ ঘটনার জের ধরে গত ৪ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে আরেক দফা হামলার ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় গত শনিবার দুপুরে সৌমিত্র-আসাদ গ্রুপ প্রতিপক্ষ আরিফ-মনির গ্রুপের কর্মী শাহেদকে মারধর করে। আশংকাজনক অবস্থায় শাহেদ বর্তমানে ওসমানি মেডিকেল ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গতকাল রোববার সকাল থেকেই আরিফ-মনির গ্রুপ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে শাহেদকে মারার প্রতিবাদে মিছিল করতে থাকে। সকাল ১০টার দিকে সৌমিত্র-আসাদ গ্রুপের কয়েকজন কর্মী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে ধাওয়া দিয়ে তাদের বিতাড়িত করে আরিফ-মনির গ্রুপ। পরে ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শাবি ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গোলাম কবিরের সভাপতিত্বে এবং রিংকু রায়ের পরিচালনায় একটি সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের সিনিয়র সদস্য খালেদ আল-আমিন ও কামাল আহমেদ। সমাবেশ শুরু হওয়ার পরপরই সৌমিত্র-আসাদ গ্রুপ সংগঠিত হয়ে সাড়ে ১২টার দিকে আবারো লাঠি, রড, পাইপসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া দিয়ে আরিফ-মনির গ্রুপকে হটিয়ে ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। এর পর থেকেই দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও প্রশাসনও ছিল চুপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুশান্ত কুমার দাশ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. আব্দুল গনি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া থামাতে পারেনি। এক পর্যায়ে বাবু-আসাদ গ্রুপ [illegible] ভবনের সামনে ও আরিফ-মনির গ্রুপ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। পরে ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সৌমিত্র-আসাদ গ্রুপ ক্যাম্পাসে সমাবেশ করে।

পরে বেলা তিনটার দিকে পুলিশ উভয় গ্রুপের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ রড, লাঠি ও গাছের ডাল উদ্ধার করে নিয়ে তাদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়।

আরিফ-মনির গ্রুপের নেতা হাসান আল আরিফ বলেন, বিনা উস্কানিতে শিবিরের প্ররোচনায় আমাদের কর্মী শাহেদকে মেরে গুরুতর আহত করে ক্যাম্পাস অশান্ত করার চেষ্টা করছে ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সন্ত্রাসী। উপরের নির্দেশ মোতাবেক আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করছি। অপরদিকে বাবু-আসাদ গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত কিছু সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ ছাত্রলীগের নামে অশুভ ধারার যে রাজনীতি শুরু করেছে যে কোন মূল্যে তা প্রতিহত করা হবে।